দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...৮...

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বনাম প্রাইভেট টিউশনী

আমরা জানি, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। সেই মেরুদন্ড সোজা করিয়া দাঁড় করানোর দায়িত্ব শিক্ষকদের। এইজন্য তাহাদেরকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরা তাহাদের শিক্ষকদের আচার-আচরণে অনুপ্রাণিত হয়। আজ যাহারা শিক্ষার্থী কাল তাহারা পূর্ণাঙ্গ নাগরিক। তাহারাই দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে। নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী, সঠিক শিক্ষাদান করাই শিক্ষক সমাজের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোনরূপ ঘাটতি থাকিলে বা ব্যবসায়িক মনোভাব ঢুকিয়া পড়িলে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যই যে ব্যাহত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রামু উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলিয়া গিয়া ছাত্রীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া নিজের আখের গোছানোর চেষ্টায় লিপ্ত। ভাল রেজাল্টের আশায় ছাত্রীরা তাঁহার নিকট পড়িতে বাধ্য হয়। ক্লাসে ভালভাবে পড়ানো এবং বুঝানো হয় না। প্রাইভেট পড়িবার ব্যাপারে শ্রেণীকক্ষেও ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। যদি তাহাতেও ফল না হয়, তবে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এমনকি কোন ছাত্রী যদি অভিভাবকের পছন্দ করা অন্য শিক্ষকের নিকট পড়ে, তবে উক্ত ছাত্রী ও অভিভাবককে বিব্রতকর অবস্থায় পড়িতে হয়। এই প্রসঙ্গে কক্সবাজার জেলার রামু থানার স্বনামধন্য স্কুল রামু বালিকা বিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষকের কথা স্মরণযোগ্য। অন্য শিক্ষকের নিকট পড়িবার কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া ক্লাসে পাঠদানের পরিবর্তে তাহার নিকট না পড়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্য শিক্ষকের নিকট পড়ার কারণে অংকের বিভিন্ন নিয়মের অজুহাত দেখাইয়া সঠিক অংক কাটিয়া দেয়। এবং ফেল পর্যন্ত করানো হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তাহাদের এই বলিয়া হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে যে, কীভাবে অংকে পাস কর দেখিব? শিক্ষকের নিকট এই ধরনের আচরণ শিক্ষকতার মত মহৎ পেশাকেই হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং সাথে সাথে ছাত্রী ও অভিভাবকদের মানসিক চাপ সৃষ্টি হইয়াছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, স্কুল কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

-মোঃ আব্দুল্লাহ
মেরংলোয়া রামু, কক্সবাজার।